বিদেশ ১২

রঙিন জায়গার রঙিন মানুষ

ডা. অর্পণ রায় চৌধুরী

বিদেশ ১২

রঙিন জায়গার রঙিন মানুষ

ডা. অপর্ণ রায় চৌধুরী

লংজার্নি
পাবলিশার্স

লংজার্নি
পাবলিশার্স

Bidesh 12
by Dr. Arpan Roy Chowdhury

© অদিতি রায় চৌধুরি

প্রথম প্রকাশ • এপ্রিল ২০১৮
লংজার্নি পাবলিশার্সের পক্ষে কৃষ্ণেন্দু দাস কর্তৃক
১০এ, যতীন্দ্র মোহন এভিন্যু কলকাতা - ৭০০০০৬
থেকে প্রকাশিত ও প্রিয়া প্রিন্টার্স, উল্টোডাঙ্গা থেকে মুদ্রিত।
দূরভাষ: ০৯০০৭০০২৮১৬ / ০৯০০৭০০৬২৭১
E-mail: info@longjourney.in

ল্যামিনেশন: ইউনাইটেড ইলেকট্রনিক্স
বই বাঁধাই: প্রিয়া বাইন্ডার্স

বিক্রয়কেন্দ্র: লংজার্নি পাবলিশার্স,
১০এ, যতীন্দ্র মোহন এভিন্যু কলকাতা - ৭০০০০৬
Online available on: www.longjourney.in

অক্ষরবিন্যাস: শ্যামল কর্মকার
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সাগর দাস

৩০০ টাকা

ISBN: 978-81-936480-1-8

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উৎসর্গ

আমার পরম পুজনীয় ‘দাদা’কে

ভূমিকা

বর্তমান শতকের প্রথম দিকে নিতান্ত শখে একটি বেড়ানোর পত্রিকা করতাম। আঁতুড়ঘর আমার বাড়ি। সেই সূত্রে লেখক অর্পণ রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়। ব্যস্ত পেশায় যুক্ত মানুষজন সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা করলে আলাদাভাবে ভালো লাগে। ডাক্তার অর্পণ ভালো লিখতে পারেন, উপরন্তু বেড়াতে ভালোবাসেন, পাহাড়ে ট্রেক করেন। এমন গুণ থাকলে সে মানুষকে আরো বেশি ভালো লাগবেই আমার। পরিচয় সুসম্পর্কে গড়াতে সময় লাগেনি। অর্পণ পত্রিকার জন্য লেখা ছবি দিতে যেদিন প্রথম আমার বাড়ি এলেন সেদিন আর যেতে দিলাম না। সন্ধে থেকে রাত গড়িয়ে গেল ঘোরাঘুরির গল্পগাছায়। তার পরের বছরগুলিতে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম, অর্পণের লেখার ভুবন ক্রমশ বিস্তৃততর হল। নানা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় পত্র পত্রিকার গণ্ডি ছাড়িয়ে বই লেখার কাজ শুরু করলেন। পাহাড়-পর্বত ভ্রমণ থেকে বাংলার মুখ দর্শনের কাহিনিমালা সংকলিত হল দু-মলাটে। সঙ্গে চিকিৎসার বই এবং পরে কবিতা সংকলন। বিপরীত পেশার ভার সামলে কালি কলমের দুনিয়ায় এমন ছেদহীন যতিহীন পদচারণার পনেরো বছর পার করেছেন যিনি, তাঁর অধ্যবসায় দেখলে টুপি খুলে অভিবাদন জানাতেই হয়।

বাংলার মাটিতে পত্র-পত্রিকার যেমন অভাব নেই, তেমনই অগণিত ভ্রমণকথার লেখক। সেই ভিড়ের মধ্যে অর্পণ কোথায় আলাদা? অদূরে সপ্তাহান্তের বেড়ানো থেকে সুদূর দুর্গম পর্বতে কঠিন পদযাত্রা, সকল ভ্রমণের সরস বর্ণনায় অর্পণ সমান সাবলীল। পাঠকের মন পড়তে পারেন, চাহিদা বুঝতে পারেন, উপরন্তু সময়ে সময়ে বদলে যাওয়া ভ্রমণকথার ফর্ম্যাটের সঙ্গে নিজেকে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় মিলিয়ে নিতে পারেন অন্ডালের ডাক্তারবাবু। এখন নেটে বেড়ানোর সব তথ্য সকলের আঙুলের ডগায়। পাঠক তার অতিরিক্ত কিছু না পেলে কেনই বা লেখা পড়ার ঝক্কি নেবেন? সেই অতিরিক্ত পরিবেশনে অর্পণ সুপটু ও দরাজহস্ত। গত ১০-১২ বছরে বাঙালির বেড়ানোর ভূগোল যতই বিস্তৃততর হয়েছে ততই নিজের সীমানা ছাড়িয়ে দিগ্‌বিজয়ী হতে চেয়েছেন তিনি। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছেন মহাদেশে, মহাদেশ অতিক্রম করে অন্য মহাদেশে। সেই সব বিদেশ ভ্রমণের সচিত্র গল্পগাছা প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়, যেগুলি একাধারে দিগন্তরেখা অতিক্রম করে বেড়িয়ে আসার রেডি রেকনার ও মানস ভ্রমণের আনন্দময় অবসর-সঙ্গী। সহজ ভাষায় সরল বর্ণনায় প্রিয় বন্ধুর মতো হাত ধরে বিজন বিভূই ঘুরিয়ে আনেন তিনি। চোখ বন্ধ করে নির্ভর করা যায়, এমন ভ্রমণকথার লেখক বিরল, কিন্তু অর্পণ সেই বিরলদেরই একজন।

অর্পণের বিদেশ ভ্রমণের একগুচ্ছ লেখা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে নতুন একটি বই। বাংলা ভাষায় এমন সংকলন সম্ভবত আর নেই যেখানে জর্ডন, বার্সেলোনা, মরিসাস, ম্যাকাও, শ্রীলঙ্কা, বালি দুই মলাটের মাঝে এক দেহে লীন হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববাংলা বা বাংলাবিশ্ব পুনরাবিস্কারের এই সংকলন পাঠক মহলে সমাদর পাবে বলেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। লেখক ডা. অর্পণ রায়চৌধুরীকে অভিনন্দন।

অরুণাভ দাস
অধ্যাপক
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

লেখকের কথা

বিদেশের ভ্রমণ কাহিনি নিয়ে আমার এই বই প্রকাশ করার জন্য প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই 'লংজার্নি' পত্রিকার সম্পাদক, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক কৃষ্ণেন্দু দাস ও সহ সম্পাদক সায়ন্তন দাস রায়কে। তাঁদের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা ছাড়া এ বই প্রকাশ করা সম্ভবই হত না। আমার এই বই-এর ভূমিকা লেখার জন্য আমি একইভাবে কৃতজ্ঞ অধ্যাপক অরুণাভ দাসের কাছে।

কথা প্রসঙ্গে জানাই যে আরব দেশ দুবাই দিয়েই আমার বিদেশ ভ্রমণের সূচনা। প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া বলে যে সফর ছিল আমার কাছে রোমাঞ্চকর। তারপর পাকেচক্রে ঘুরেছি বেশ কয়েকটি দেশ। প্রতিটাই যে দারুণ ভালো লেগেছে সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয়েছে এক-একটা দেশের এক-একটা জিনিস উপভোগ্য। তাই বেড়াতে যাওয়ার আগে সেই দেশ সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে গেলে এবং আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিটা দেশকে দেখতে পারলে ভালোই লাগবে। যেমন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মরিশাস অতুলনীয়। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা, বালি ও ফুকেত-এর নামও করতে হয়। অতি প্রাচীন সভ্যতা, ইতিহাস ও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম শিরোপা পাওয়া শহর (পেত্রা) নিয়ে জর্ডন তো অনবদ্য! আমার ঘোরা শ্রেষ্ঠ বিদেশ সফর। আমার মতে, সাধ্য ও সার্মথ্য থাকলে অবশ্যই জর্ডন ঘুরে আসা উচিত। প্রাচীন ঐতিহ্যের নিরিখে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি আর স্পেনের বার্সিলোনাও উল্লেখযোগ্য। বার্সিলোনা তো আবার 'ওয়াস্টি ট্যুরিজম', আর ফ্লেমেঙ্কো নৃত্যের জন্যও বিখ্যাত। দুবাই, হংকং, মালয়েশিয়া হল শপার্সদের স্বর্গরাজ্য। আবার বাচ্চাদের নিয়ে গেলে ভালো লাগবে হংকং-এর ডিজনিল্যান্ড, মালয়েশিয়ার জেন্টিং হাইল্যান্ডস কিংবা ব্যাংককের সাফারিওয়ার্ল্ড ও মেরিন পার্ক। আর যদি একটু ইরোটিক ট্যুরিজমের স্বাদ নিতে হয়? তবে ম্যাকাও ও পাট্টায়া।

আমি মনে করি, ইতিহাস না জানলে যে-কোনো দ্রষ্টব্যই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই যতটুকু জানতে পেরেছি প্রতিটা জায়গার ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়া দেশগুলির দ্রষ্টব্য, ঐতিহ্য, উৎসব, খাদ্য, সংস্কৃতি ও কেনাকাটা সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। জানি না কতটা পেরেছি। সে মূল্যায়নের ভার আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

২৬ জুন, ২০১৭ — অর্পণ রায় চৌধুরী
রথযাত্রা, অন্ডাল

বিশেষ দ্রষ্টব্য — বইতে উল্লেখিত বিমানের সময়সূচি, যাত্রাপথ, মুদ্রা ও হোটেলের ফোন নম্বর, স্বাভাবিক নিয়মেই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। (সবই ১৪২৪ সালের আষাঢ় অর্থাৎ ২০১৭ সালের জনু মাস অবধি আপডেট করা)।

সূচি

দুরন্ত দুবাই	১১
জর্ডন এক অপূর্ব বিস্ময়	২৫
ব্যাংকক - পাট্টায়ার রঙ তামাশায়	৬৩
মন মাতানো ফুকেত	৯৩
কুয়ালালামপুর থেকে জেন্টিং হাইল্যান্ডস	১০৭
মজার দেশ হংকং	১২১
ম্যাকাও-এর মোহে	১৪১
চিনের অল্পচেনা শহর সেনজেন	১৪৯
বৈচিত্রময় শ্রীলঙ্কা	১৫৫
প্রকৃতি আর সংস্কৃতির মেলবন্ধনে ‘বালি’	১৭৩
প্রবাল ঘেরা মরিশাস	১৯৫
ঐতিহ্যময় বার্সিলোনা	২০৭
পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য	২২১

লংজার্নি
পাবলিশার্স

Bidesh 12
By: Dr. Arpan Roy Chowdhury
₹: 300
www.longjourney.in

ISBN 978-81-936480-1-8
9 788193 648018